13 APR 2017

যুগান্তর

সনদের স্বীকৃতি

কওমি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনন্দের বন্যা

যুগান্তর রিপোর্ট

কওমি শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রি দাওরায়ে হাদিসের সনদের সরকারি স্বীকৃতি পাওয়ার পর কওমি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বইছে। বুধবার চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কওমি মাদ্রাসায় গিয়ে যুগান্তরের প্রতিনিধিরা ছাত্র-শিক্ষকদের আনন্দ করতে দেখেছেন। আল্লামা শাহ আহমদ শফীর ছেলে মোহাম্মদ হাসান

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১
● প্রতিক্রিয়া : পৃষ্ঠা ১৬

দাওরায়ে হাদিসের পরীক্ষা একই প্রশ্নপত্রে

কওমি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনন্দের বন্যা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মাদানি যুগান্তরকে বলেন, 'এটা দীর্ঘদিনের দাবির ফসল। সরকার দেরিতে হলেও কওমি মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি দিয়েছে। এজন্য সরকারের প্রতি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা। তবে ঘোষণা দ্রুত বাস্তবায়ন হওয়া দরকার।' মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে কওমি আলেম-ওলামাদের সঙ্গে এক বৈঠকে কওমি মাদ্রাসা সনদের সরকারি স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করেন।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক নথি থেকে জানা গেছে, এখন থেকে সারা দেশে দাওরায়ে হাদিসের পরীক্ষা একই প্রশ্নপত্রে নেয়া হবে। সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মতো পরীক্ষার উত্তরপত্র একসঙ্গে মূল্যায়ন ও ফল প্রকাশ করা হবে। 'কওমি মাদ্রাসা দাওরায়ে হাদিসের সনদের মান বাস্তবায়ন কমিটি' এ কাজ পরিচালনা করবে। বর্তমানে সারা দেশে অন্তত ৬টি শিক্ষা বোর্ড আছে। বোর্ডগুলো আলাদাভাবে পরীক্ষা নিয়ে দাওরায়ে হাদিস ডিগ্রির সনদ দিয়ে থাকে।

জানা যায়, কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতির বিষয় নিয়ে ২৮ মার্চ কওমি শীর্ষ আলেম এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে কওমি মাদ্রাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় ও দারুল উলুম দেওবন্দের মূলনীতিগুলোকে ভিত্তি ধরে দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার্স ইসলামিক স্টাডিজ এবং আরবির সমমান দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। একই বৈঠকে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কওমি মাদ্রাসা বোর্ডগুলোর সমন্বয়ে 'কওমি মাদ্রাসা দাওরায়ে হাদিসের সনদের মান বাস্তবায়ন কমিটি' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। কমিটি সনদবিষয়ক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। এ কমিটি দ্বারা নিবন্ধিত মাদ্রাসাগুলোর দাওরায়ে হাদিসের সনদ মাস্টার্সের সমমান বলে বিবেচিত হবে। কমিটির অধীনে ও তত্ত্বাবধানে দাওরায়ে হাদিসের পরীক্ষা নেয়া হবে। পরীক্ষার সিলেবাস, পরীক্ষা পদ্ধতি, সময়, অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ফলাফল ও সনদ তৈরি করবে। এ লক্ষ্যে একাধিক উপকমিটি করতে পারবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, দাওরায়ে হাদিসের ডিগ্রির মান বাস্তবায়নে নিয়োজিত কমিটি দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকবে। এ শর্তেই সরকার সংশ্লিষ্টদের উল্লিখিত সমমান দিতে রাজি হয়েছে। বিপরীত দিকে, কওমি আলেমরাও ওই কমিটিতে সরকারের কোনো প্রতিনিধি না রাখার শর্ত দিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও ওই শর্ত মেনে নিয়েছে। তবে কমিটি উল্লিখিত কার্যক্রম শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

১৭ সদস্যের কমিটির চেয়ারম্যান হবেন বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের (বেফাক) সভাপতি ও হেফাজতে ইসলামের আমীর আল্লামা শাহ আহমদ শফী। বেফাকের সিনিয়র সহসভাপতি মাওলানা আশরাফ আলী হবেন এর কো-চেয়ারম্যান। এছাড়া কমিটিতে বেফাক থেকে ৫ জন, গোপালগঞ্জের গওহরডাঙ্গার বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার ২ জন, ইত্তেহাদুল মাদারিসিল কওমিয়া চট্টগ্রামের ২ জন, সিলেটের আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তা'লীম থেকে ২ জন, তানজিমুল মাদারিসিল কওমিয়া উত্তরবঙ্গের ২ জন, জাতীয় দ্বীনি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ থেকে ২ জনকে নেয়া হবে। বোর্ড থেকে এসব সদস্য পদাধিকারবলে সভাপতি ও মহাসচিব থাকতে পারেন। অথবা বোর্ড কর্তৃক মনোনীতরা থাকবেন। এছাড়া চেয়ারম্যান সর্বোচ্চ ১৫ জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন। দীর্ঘদিন ধরে কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতির বিষয়ে কাজ করলেও মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ ও মাওলানা মুফতি রুহুল আমীন কমিটির কোনো দায়িত্বে থাকছেন না।

২০১২ সালের ১৫ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। ২০১৩ সালে কওমি সনদের স্বীকৃতি দিতে উদ্যোগ নেয় সরকার।

আলেম-ওলামারা খুশি : চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, সমমানের স্বীকৃতি প্রদানের ঘোষণায় চট্টগ্রামে কওমি মাদ্রাসার হাজার হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে আনন্দের বন্যা বইছে। কওমি আলেম-ওলামারা বলছেন, দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে তারা কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সনদের স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন করে আসছিলেন। এর আগে কোনো সরকার তাদের দাবিটি গুরুত্ব সহকারে নেয়নি। দেরিতে হলেও বর্তমান সরকার কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ও আলেম-ওলামাদের ন্যায্য ও যৌক্তিক দাবির বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছে। সনদের স্বীকৃতি প্রদান করায় তারা সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ। তবে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে এ ঘোষণার দ্রুত বাস্তবায়নই এখন তাদের কাম্য। তারা জানান, জাগতিক চাহিদা কিংবা সরকারি চাকরি-বাকরির জন্য তারা এ স্বীকৃতি দাবি করেননি। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও যে শিক্ষিত মূলত তা প্রমাণ করতে সরকারি এ স্বীকৃতি দরকার ছিল। এ স্বীকৃতির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ আলেম তৈরি হবে বলেও মনে করেন তারা। কওমি মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে দেশে বা দেশের বাইরে গিয়ে শিক্ষার্থীরা আরও উচ্চতর ডিগ্রি নিতে পারবেন এখন থেকে।

মঙ্গলবার গণভবনে এ সংক্রান্ত বৈঠকে চট্টগ্রামের সর্ববৃহৎ কওমি মাদ্রাসা জামেয়াতুল ইসলাম আহলিয়া দারুল উলুম, হাটহাজারী মহাপরিচালক মাওলানা আল্লামা শাহ আহমদ শফী, তার ছেলে মাওলানা মোহাম্মদ হাসান মাদানিসহ কওমি মাদ্রাসার শীর্ষ আলেম-ওলামারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করেন।

হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও কওমি মাদ্রাসার শীর্ষস্থানীয় আলেম মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী বুধবার যুগান্তরকে বলেন, কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতির প্রথম দাবিটি উঠেছিল ১৯৭৯ সালে। চট্টগ্রামের চকরিয়ার বাসিন্দা খতিবে আজম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ এ দাবিটি তুলেছিলেন। এ দাবিতে তারা আন্দোলন-সংগ্রাম করে আসছিলেন। অতীতের সব সরকারের আমলেই এ দাবি উত্থাপন করা হয়। বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমেল এ দাবি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু রহস্যজনক কারণে তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। বর্তমান সরকার তাদের দাবির মর্মার্থ বুঝতে পেরেছে। কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিসের সনদকে এমএ বা মাস্টার্স সমমানের স্বীকৃতি প্রদানের কথা ঘোষণা করেছে সরকার। এতে চট্টগ্রামসহ সারা দেশের কওমি শিক্ষার্থীরা খুশি। তিনি বলেন, আলিয়া মাদ্রাসার ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী দাখিল পরীক্ষার পর কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়। আবার বিশ্ববিদ্যালয়েও এরাবিকসহ ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে আলাদা আলাদা বিভাগ রয়েছে। কিন্তু কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে এমনই— শুরু থেকে শেষ (দাওরায়ে হাদিস) পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ আলেম তৈরি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। দাওরায়ে হাদিস পাস করার পর তারা এখন দেশে বা দেশের বাইরে পিএইচডি, এমফিল তথা উচ্চতর ডিগ্রি নিতে পারবেন। বিশেষজ্ঞ আলেম তৈরি হবে।

আজিজুল হক ইসলামাবাদী জানান, চট্টগ্রামের হাটহাজারী, পটিয়াসহ বিভিন্ন উপজেলায় প্রায় দেড়শ' কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। যেখানে দাওরায়ে হাদিস পড়ানো হয়। এর মধ্যে হাটহাজারী ও পটিয়ার তিনটি বৃহৎ মাদ্রাসাতেই ৪০ হাজারের মতো শিক্ষার্থী রয়েছে।